যুব সমাজ ও তাদের মানসিক অবস্থান –প্রক্ষাপট বাংলাদেশ

‘চল চল উর্ধ গগনে বাজে মাদল’… চলার প্রত্যয় উর্ধ গগনে ছিল যে তরুনদের তা এখন বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র দেশ থেকেই বাহিরে বিচরিত হতে পারছে না, আকাশ তো মেঘলা। শুরুটা এভাবে হতাশ ভাবে করার জন্য দুঃক্ষিত। কিন্তু কি আর করার , সমস্যা কে সমস্যা না বলার ভুল করার সময় শেষ। তাই এভাবেই শুরুটা করতে বাধ্য হলাম।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড । কিন্তু এই মেরুদণ্ড বহনকারী শরীরটি হচ্ছে তরুণ সমাজ ।তাদের অবস্থা দিন দিন এতটাই কষ্টকর যে নিজেরদের মেরুদণ্ড সহ বাকি অঙ্গ গুলোকেও তারা অর্জন করেও রাখতে পারছে না। কারণ পুষ্টি প্রবাহ ঠিক উল্ট ভাবে হচ্ছে, জ্ঞান যেখানে আত্মাকে আলোকিত করার জন্য থাকার কথা, তা কে ধরে নেয়া হচ্ছে পকেট গরম করার সহজ উপায় হিসেবে। জ্ঞান … না শব্দটির অস্তিত্ব যুব সমাজের সামগ্রিক ভাবেই নেই। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা অভিজ্ঞান কে বলা হয় জ্ঞান আর তার গ্রেড উচু হলে বাবা তুমি জ্ঞানী।

তা দেখা যাচ্ছে সমস্যাটা হছে ওই জ্ঞান, শিক্ষা , নীতি, সাফল্য ইত্যাদি সব জীবনের মানদন্ড ভিত্তিক শব্দ গুলোর অর্থ পালটে গেছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে অভিধান খুলে তখনকার শিশুরা হাসতে শুরু করবে। বলবে এরিস্টটল কি গোল্ডেন এ প্লাস পাইছিল তা না হইলে তার নাম জ্ঞানি হইল কেমনে।

যাই হোক ক্ষোভের মতই শুনতে মনে হচ্ছে উপরের লেখা গুলো। চলুন এবার ঠাণ্ডা মাথায় বিষয় গুলো দেখা যাক।
যেভাবেই হোক নৈতিক অবস্থান গুলো মানুষের নরবরে হয়ে গেছে। এখন কেউ তার সেই তথাকথিত ক্যারিয়ার বেছে নেয় যাতে স্বল্প সময়ে অল্প শ্রমে অনেক টাকা আসে। শান্তি পুর্নতা মানে হচ্ছে, বাড়ি তে সুন্দর বউ আর গাড়িতে ইটালিয়ান কিংবা জার্মান।

মানুষের এই পরিবর্তন পুরো পৃথিবীতেই হয়েছে। কিন্তু জাতিগত ভাবে ক্ষতিগ্রস্থতা আমরা বেশি।কারণ পৃথিবী বুকে আমাদের গর্বের শুধু আছেই আমাদের সংস্কৃতি, না আছে আরবের মত তেল আর না আছে আফ্রিকার মত হীরা। কিন্তু আমাদের নৈতিকতা বর্জিত যুব সমাজ এর যা সমস্যা তার শুরু হচ্ছে সংস্কৃতির চর্চাহীনতা কিংবা অপচর্চা।
ফলে যুব সমাজ এর তথাকথিত স্টাইল হচ্ছে এক মিশ্র অর্বুদ যার কিছু বাঙ্গালী কিছু ইংলিশ কিছু বা ইন্ডিয়ান।
শর্টস হচ্ছে একটা গ্রীষ্মকালীন পশ্চিমা পোশাক সাজ্য। এখন শর্ট শার্ট, শর্ট পাঞ্জামি... শর্ট লুংগি টা বাকি আছে মনে হয়, এসে যাবে সামনেই।

ভাই তোমার পোশাক নিয়ে আর টানাটানি করব না, এবার আসি তোমার পকেটে। এদিয়ে শুরু, এতেই থেমে নেই।
জনসংখ্যা আর কর্মের সুযোগহীনতা জাতি কে অর্থ লোভে ঝলসে দিয়েছে। জন্মের পর থেকেই সামাজিক ভাবে , পারিবারিক ভাবে অর্থ লালসা যুবক মন কে এমন করে দিয়েছে যে টাকা ব্যতিত সাফল্য কে সাফল্য হিসেবে তারা ধরেন না। তাই সেচ্ছাসেবকের গ্রুপেও যান একবেলা নাস্তা আছে কিনা তা জেনে।

টাকা এখন হয়েছে সাফল্য এর সংগা,আর শিক্ষা হয়ে উঠেছে এর উপার্জনের উপায়। সুতরাং সব গুলোর এক এক টা ভিন্ন অর্থ দারিয়ে গেছে।
আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নীতি ছাত্রদের নিজেরদের আত্মবিশ্বাসে আঘাত হানায় তাদের চিন্তা চেতনা পালটে গেছে।

শ্রদ্ধা আর সম্মান পেতে গেলে দিতে হয়। একটি শিশুর তার নিজেশ্ব শ্রদ্ধা বোধ আছে। তার মানে এই না যে তাকে স্যার স্যার করতে বলছি। কিন্তু তাকে একজন স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে দেখুন, নিজের সন্তান বলে নিজের চিন্তা চাপিয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তার কর্মক্ষমতাকে বিসর্জন করতে

বাধ্য না করাই ভালো। হয়ত সে চায় সাহিত্য পরতে আপনি পড়াবেন ইঞ্জনিয়ারিং , কারন সাহিত্যে ভাত মাছ হয় না ।

তো এভাবে শুরু। কিন্তু মন বলে একটা জিনিস আছে, আর তা যেভাবেই ভাবুক না কেন , প্রকৃত সঠিক ভাবনায় মন শান্তি পায়। কিন্তু এভাবে জীবনের প্রকৃত মানে গুলো বিকৃতি হতে হতে অবশেষে মন হতাশ হয়ে উঠে।

সব বিকৃত হয়েছে ,বিনোদন বাদ যাবে কেন। অনুপযুক্ত সংস্কৃতি চর্চা থেকে শুরু তার পর তা নেশায় যেয়ে চুরান্ত গতি পায়।

দেশের অর্ধেকের বেশি যুব সমাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই সংস্কৃতি বিকৃতি থেকে নেশা পর্যন্ত অধঃপতনের কোন এক স্তরে আছে।

তো এখন বলা যায়, যুব সমাজ এমন এক আলেয়ার পিছনে ঘুরছে যার কোন অস্তিত্ব নেই, যার অস্তিত্ব শুধু ধ্বংসে।

মুক্তির উপায় ..... যুবসমাজ কে পালটাতে হলে তাদের কে উপযুক্ত সময় হতেই তাদের কে দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন করতে হবে।তাদের কে শিশুকাল থেকেই তাদের ব্যক্তিত্ব কে উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে অভিভাবক আর শিক্ষকদের সচেতন হতে হবে। এভাবেই সম্ভব দেশের ভবিষ্যত কে নিশ্চিত করা, যুব সমাজ কে গর্বের সম্পদে পরিনত করা।